Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 22-07-2026 18:46 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৫ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০৫ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

রাশিয়ার মারে নাজেহাল! যুদ্ধের মাঝেই সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত ক্ষুব্ধ জেলেনস্কির

পাঁচ দশকের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়! বানভাসি অসম, একদিনে মৃত ২১

ভারী বর্ষণে উত্তরাখণ্ডে হলুদ সতর্কতা, গৌরীকুণ্ডে ভয়ংকর ধস, বুধবার থেকে স্থগিত কেদার যাত্রা

অশালীন আচরণের অভিযোগ

সাসপেন্ড কল্যাণ

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা

চলতি বাদল অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য লোকসভা থেকে বরখাস্ত করা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মহিলা সাংসদদের প্রতি অশালীন আচরণ, কুরুচিকর মন্তব্য ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংসদ সূত্রে খ বর, বিদ্রোহী শিবিরের এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগে দাবি করা হয়, তৃণমূলের প্রবীণ এই সাংসদ ধারাবাহিকভবে নারীবিদ্বেষী ও অবমাননাকর মন্তব্য করে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। অপর সাংসদ মিতালী বাগের সঙ্গেও তিনি চরম বচসায় জড়ান। পাশাপাশি, বিদ্রোহী শিবিরের সাংসদদের 'দলবদলু' বলে কটাক্ষ করা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুপেন্দ্র যাদবকে নিয়ে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ ভবন। এই ঘটনাক্রমের পর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব পেশ করেন যা পরবর্তীতে ভোটাভুটির মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।তবে লোকসভা থেকে বরখ াস্ত হওয়ার পরও নিজের অবস্থানে অনড়

শ্রীরামপুরের সাংসদ। সংসদ কক্ষ ছেড়ে বেরোনোর সময় তিনি স্পষ্ট জানান, সংসদের বাইরে থাকলেও যাঁদের তিনি 'বেইমান' মনে করেন, তাঁদের সামনে কিছুতেই মাথা নত করবেন না। অন্যদিকে, দলের সাংসদের বিরুদ্ধে নেওয়া এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি এই সিদ্ধান্তকে 'সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, দলত্যাগীদের আড়াল করতেই অন্যায্যভাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যা য়ের ওপর কোপ ফেলা হয়েছে।

চলতি বাদল অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য লোকসভা থেকে বরখাস্ত করা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মহিলা সাংসদদের প্রতি অশালীন আচরণ, কুরুচিকর মন্তব্য ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

চাপে কেন্দ্র সরকার

নয়া জামানা ঃ নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কে প্রবল বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত সংসদে আলোচনায় রাজি হল কেন্দ্র সরকার। লোকসভায় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে নিট ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা করতে প্রস্তুত সরকার। তবে তাতেও বরফ গলেনি। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনড় বিরোধীরা। দিল্লিতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনাও নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছে। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব থেকে কংগ্রেস সবাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ও শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহি দাবি করেছেন।

মুখোশ খুলব বিস্ফোরক শুভেন্দু

চিন্ময় চক্রবর্তী ।। নয়া জামানা

বিধানসভার মঞ্চে বিস্ফোরক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেটের জবাব দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বড় বড় ভাষণ নয়, এবার হবে কাজের হিসাব। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, ক্যাগ -এর রিপোর্টে যাঁদের নাম উঠে আসবে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে সরকার পিছপা হবে না।মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২৫ তারিখ ক্যাগের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা হবে।

পরবর্তী অধিবেশনে সেই রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। যেখানে অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রমাণ মিলবে, সেখানে রাজ্যপালের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হবে। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতেও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, পদ বা প্রভাব নয়, আইনের চোখে সবাই সমান।আমফান ত্রাণ দুর্নীতির প্রসঙ্গও এদিন জোরালোভাবে তোলেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের দেওয়া বিপুল আর্থিক সহায়তা বণ্টনে অনিয়ম হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে বিশেষ ক্যাগ তদন্ত হলেও রিপোর্ট দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে আসেনি।এবার সেই রিপোর্ট বিধানসভায় এনে আলোচনা এবং প্রয়োজন হলে বিশেষ অধিবেশন ডাকার কথাও জানান তিনি।এদিন ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই এর নেতৃত্বাধীন কমিটির রিপোর্ট হাতে পেলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া

হবে।এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন কমিশন ও সংস্থাকে আরও সক্রিয় করার আশ্বাস দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান,১ আগস্ট থেকে অভিযোগ গ্রহণ,তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে নতুন গতি আনা হবে।সব মিলিয়ে বিধানসভার ভাষণে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান আর বড় বড় ভাষণের আড়ালে থাকা মুখোশ উন্মোচনের প্রস্তুতি।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 22-07-2026 18:46 Page 2

ভারতের এই গ্রামে রয়েছে ৪০০ জোড়া যমজ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কেরালার মালাপ্পুরাম জেলার শান্ত, নারকেল গাছ ঘেরা জলাভূমি অঞ্চলে কোডিনহি গ্রাম। এখানে বাস প্রায় ২,০০০ পরিবারের। বাইরে থেকে দেখলে এই গ্রামকে দেখ লে দক্ষিণ ভারতের অন্য যেকোনও শান্ত জনপদের মতোই মনে হয়। কিন্তু গ্রামের রাস্তায় পা রাখলেই আপনার মনে হবে যেন সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় দেখছেন !কোডিনহিতে ৪০০ জোড়ারও বেশি যমজ সন্তান রয়েছে! বেশ অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। পরিসংখ্যানের নিরিখে এই হার বিশ্ব গড়ের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ এবং ভারতের জাতীয় গড়ের তুলনায় প্রায় দশ গুণ বেশি।কোডিনহির বিষয়টি কতটা অদ্ভুত তা বোঝার জন্য বিশ্বব্যাপী জন্মের পরিসংখ্যানের দিকে তাকাতে হবেবিশ্ব গড় প্রতি ১,০০০টি জন্মের মধ্যে প্রায় ৬ থেকে ৯টি যমজ জন্মের ঘটনা।ভারতের গড় প্রতি ১,০০০টি জন্মের মধ্যে প্রায় ৪ থেকে ৯টি যমজ জন্মের ঘটনা (বিশ্বের মধ্যে যমজ জন্মের অন্যতম সর্বনিম্ন হার)।কোডিনহির হার প্রতি ১,০০০টি জন্মের মধ্যে বিস্ময়করভাবে ৪৫ থেকে ৫০টি যমজ জন্মের ঘটনা।আরও অবাক করা বিষয় হল, এই প্রবণতা ক্রমশ

বাড়ছে। ২০০৮ সালে কোডিনহির গ্রামে প্রায় ২৮০ জোড়া যমজ সন্তানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সাম্প্রতিক গণনা অনুযায়ী, সেই সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। যে গ্রামে বছরে গড়ে মাত্র ৩০ থেকে ৪০টি শিশু জন্ম নেয়, সেখানে গর্ভাবস্থার একটি বড় অংশেই একাধিক সন্তানের (যমজ) জন্ম হচ্ছে।জার্মানি, লন্ডন এবং হায়দ্রাবাদের সিএসআইআর-সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি (সিসিএমবি)-এর আন্তর্জাতিক জিনতত্ত্ববিদ, মহামারী বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসা গবেষকরা কোডিনহি থেকে ডিএনএ, জল ও মাটির নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তবুও, প্রচলিত সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই যমজের হার কেন এত বেশি তা অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছে।

১. এটি 'ইনব্রিডিং' বা একই বংশধারার মধ্যে বিবাহের ফল নয় সাধারণত, কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় যমজ জন্মের হার অস্বাভাবিক বেশি হওয়ার পেছনে 'এন্ডোগামি' বা একই বংশ বা ক্ষুদ্র জিন-ভাণ্ডারের মধ্যে বিবাহের ভূমিকা থাকে। কিন্তু কোডিনহির স্থানীয় মহিলারা যখন গ্রামের বাইরের পুরুষদের বিয়ে করে অনেক দূরে চলে যান, তখনও তাঁদের গর্ভে যমজ সন্তান জন্ম নেয়। আবার বিপরীতভাবে, বাইরের মহিলারা যখন কোডিনহির পুরুষদের বিয়ে করে গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন, তখনও তাঁদের যমজ সন্তান হওয়ার ঘটনা ঘটে।

২. সাম্প্রতিক সূচনা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা জানান যে, তিন প্রজন্ম আগেও যমজ সন্তানের জন্ম ছিল এক বিরল ঘটনা। জানা যায়, এই প্রবণতাটি মূলত তিন-চার দশক আগে (১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে) শুরু হয়। সেই সময় গ্রামে জন্ম নেওয়া যমজ বোনেরা লক্ষ্য করেন যে, আশেপাশের পরিবারগুলোতে হঠাৎ করেই হুবহু দেখতে একই রকম (আইডেন্টিক্যাল) যমজ শিশুর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে।

৩. 'জল ও খাদ্যাভ্যাস'-এর রহস্য

স্থানীয় ভূগর্ভস্থ জলে এমন কোনও রাসায়নিক উপাদান, কীটনাশক বা ভারী ধাতুর উপস্থিতি আছে কি না তাও পরীক্ষা করে দেখেন বিজ্ঞানীরা। যা প্রাকৃতিকভাবে 'হাইপার-ওভুলেশন' বা ডিম্বাশয়

থেকে একাধিক ডিম্বাণু নিঃসরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়া তাঁরা স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস (যেমন- চাল, কাসাভা, নারিকেল ও মাছ) এর সঙ্গে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরের প্রতিবেশী গ্রামগুলোর খাদ্যাভ্যাসের তুলনা করেন।

ফলাফল কী দাঁড়াল? দেখা গেল, এখ ানকার মাটি, জল ও খাদ্যাভ্যাস কেরল রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই, অথচ প্রতিবেশী গ্রামগুলোতে যমজ সন্তান জন্মের হার স্বাভাবিক।

সঙ্গীকে চুমু খাওয়ার আগে এই তথ্য না জানলে বিপদ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ চুমু ভালবাসা প্রকাশের একটি স্বাভাবিক উপায়। কিন্তু অনেকেই জানেন না, কিছু ক্ষেত্রে চুমুর মাধ্যমেও এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির শরীরে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, চুমু খে লেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। চিকিৎসকদের মতে, সংক্রমণের ঝুঁকি নির্ভর করে দু'জনের স্বাস্থ্যের অবস্থা, মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং কোনও সংক্রামক রোগ আছে কিনা, তার উপর।চুমুর সময় লালার আদান-প্রদান হয়। এই লালার মাধ্যমে কিছু ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। তাই কারও যদি সংক্রমণ থাকে, তাহলে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

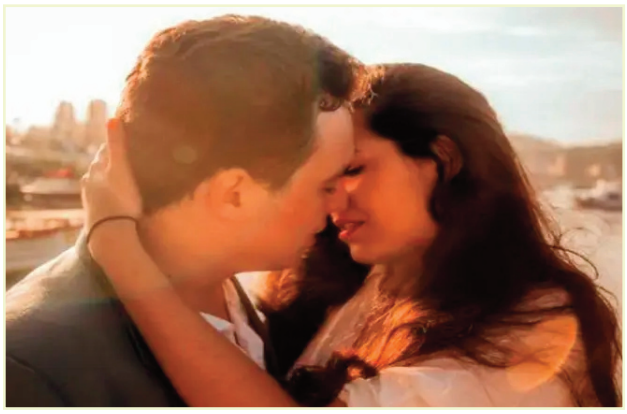

সবচেয়ে পরিচিত সংক্রমণগুলির একটি হল কোল্ড সোর বা ঠোঁটের ঘা। এটি হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস -এর কারণে হয়। ঠোঁটে ফোসকা বা ঘা থাকলে চুমুর মাধ্যমে এই ভাইরাস অন্যের শরীরে যেতে পারে। একবার শরীরে প্রবেশ করলে ভাইরাসটি সারাজীবন সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে আবার সক্রিয় হতে পারে। এছাড়া এপস্টিন-বার ভাইরাস -এর কারণে হওয়া মনোনিউক্লিওসিস, যা অনেক সময় 'কিসিং ডিজিজ' নামেও পরিচিত, লালার মাধ্যমে ছড়াতে পারে। এতে জ্বর, গলা ব্যথা, শরীর ভেঙে যাওয়া এবং লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।যদি কারও মুখে ঘা, মাড়ির সংক্রমণ বা দাঁতের গুরুতর সমস্যা থাকে, তাহলে ব্যাকটেরিয়াও সহজে ছড়াতে পারে। তাই মুখের স্বাস্থ্য ভাল রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সাধারণ চুমুর মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় না। একইভাবে হেপাটাইটিস বি বা সি-ও সাধারণ চুমু থেকে সহজে সংক্রমিত হয় না। তাই এসব নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।কখন চুমু এড়িয়ে চলবেন? ঠোঁটে ফোসকা বা কোল্ড সোর থাকলে, জ্বর, গলা ব্যথা বা ভাইরাল সংক্রমণ থাকলে, মুখে ঘা বা রক্তপাত হলে, মাড়িতে সংক্রমণ থাকলে।কীভাবে ঝুঁকি কমাবেন? প্রতিদিন দু'বার দাঁত ব্রাশ করুন, মুখ পরিষ্কার রাখুন এবং নিয়মিত ডেন্টিস্টের কাছে যান, ঠোঁট বা মুখে সংক্রমণ থাকলে তা সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত চুমু এড়িয়ে চলুন, শরীর খারাপ থাকলে বিশ্রাম নিন এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।বিশেষজ্ঞদের মতে, চুমু নিজে কোনও বিপজ্জনক বিষয় নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি নিরাপদ। তবে কারও যদি সংক্রামক রোগ বা মুখে সক্রিয় সংক্রমণ থাকে, তাহলে কিছু জীবাণু ছড়াতে পারে। তাই আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ইচ্ছেমতো সহবাস করুন এই থেরাপি করলেই 'বডি কাউন্ট' পুনরায় হবে শূন্য!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ যতজনের সঙ্গে ইচ্ছে সহবাস করলেও কিছু হবে না। স্রেফ এই থেরাপি করলেই পুনরায় কুমারিত্ব ফিরে পাবেন। বডি কাউন্ট হবে জিরো। ভাবছেন এও হয়? এমন দাবি করেই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বিশ্বের প্রথম বডি কাউন্ট রিসেট সেন্টার তৈরি হয়েছে বলে একটি ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে। ব্রাজিলে তৈরি করা হয়েছে এটি। জানা গিয়েছে এখানে পরিষেবা পেতে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হবে। কুমারিত্ব ফিরে পেতে বা বডি কাউন্ট আবার শূন্য করতে চাইলে মিনিমাম ১০০০ ডলার বা ৯৬ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। ব্রাজিলের এই থেরাপি সেন্টার নিয়ে বর্তমানে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এক একজন, এক একরকমের মন্তব্য করছেন বিষয়টা নিয়ে। কেউ কেউ বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সম্পর্কের সমীকরণ বদলাচ্ছে, চাহিদা বদলাচ্ছে। আর তারই যেন প্রতিফলন এই থেরাপি সেন্টার।

আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে এমন অবান্তর পরিষেবা চালু করার অর্থ কী? কী দরকার আছে এর? পক্ষে, বিপক্ষে, দুই বিষয়ে মত দেখা যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে অনেকেই সম্পর্কে থেকে ঘনিষ্ঠ হন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক না টিকলে তখন কোথাও গিয়ে একটা আফসোস কাজ করে। অতীতের সমস্ত কিছুই মুছে ফেলতে চান। অনেকের মতে, এই ধরনের থেরাপি সেন্টার তাতে অনেকটাই সাহায্য করবে। কী ভাবে কাজ করে এই থেরাপি? একাধিক ধাপ রয়েছে, যা খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে ফুলের জলে স্নান থেকে, অন্যান্য রীতি পালন করা হয়। কেবল শারীরিক ভাবে নয়, ইমোশনাল রিবুট পর্যন্ত করানো হয় এখানে। মুছে ফেলা হয় সমস্ত স্মৃতি। এখানে সাধারণ প্যাকেজ থেকে শুরু করে প্ল্যাটিনাম প্যাকেজ সহ বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ আছে। ফলে যাঁরা অতীতের সবটুকু মুছে ফ্রেশ স্টার্ট করতে চান, তাঁরা যে এই বিষয়ে আকৃষ্ট হবেন সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ব্যাপারটা কি আদৌ বাস্তবে ঘটেছে? এই বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভাল, বাস্তব কিন্তু এর থেকে একটু আলাদা। যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেটা আদতে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে করা হয়। সেটা বডি কাউন্ট রিসেট সেন্টার নয়। বরং শতক পুরনো হিন্দু শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 22-07-2026 18:46 Page 3

সিকিমে ভয়াবহ টানেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন নাগরাকাটার ৩ শ্রমিক

নয়া জামানা, নাগরাকাটা ঃ সিকিমে একটি ভয়াবহ টানেল দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল নাগরাকাটার তিন শ্রমিকের। নিহতরা হলেন সুখানিবস্তির অর্জুন সাঁওতাল, সুলকাপাড়ার বোলো ওরাওঁ এবং গ্রাসমোড় চা বাগানের বাসিন্দা আনন্দ টোপ্পো। এই দুর্ঘটনায় মেটেলিরও ছ'জন বাসিন্দা প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।মঙ্গলবার সকালে এই দুঃসংবাদ নাগরাকাটায় পৌঁছাতেই পুরো এলাকায় নেমে আসে এক গভীর শোকের ছায়া। অভাবের সংসারে উপার্জনের তাগিদেই নাগরাকাটার এই যুবকেরা সিকিমে কাজে গিয়েছিলেন। নিহত অর্জুন সাঁওতালের বৃদ্ধা মা পার্বতী সাঁওতাল কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, তিনি ছেলেকে বাইরের রাজ্যে কাজে যেতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু ছেলে শোনেনি। অন্যদিকে, আনন্দ টোপ্পো কেরল ও শিলিগুড়িতে কাজ শেষ করে সদ্য জুলাই মাসেই সিকিমে গিয়েছিলেন বলে জানান তাঁর পরিবার।সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের অকালপ্রয়াণে নিভৃত দিনমজুর পরিবারের সদস্যরা এখন অথৈ জলে। বোলো ওরাওঁ এবং আনন্দ টোপ্পোর স্ত্রী ও সন্তানদের চোখের জল আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দেখে প্রতিবেশীরাও বাকরুদ্ধ। নাগরাকাটার এই তিন গ্রামজুড়ে এখন কেবলই হাহাকার আর শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

জাতীয় সড়কে সিএনজি ট্রাকে ভয়াবহ আগুন, ভস্মীভূত বাইক ও দোকান

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ এদিন সকালেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সিএনজি বোঝাই একটি ট্রাক বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়েই বড়ো বিপদের মুখে পড়তে হয় ওই ট্রাকটিকে।

জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় একটি বাম্পার পার হওয়ার পরেই ট্রাকটিতে আগুন ধরে যায়। এরপর ভয়াবহ আগুন দেখে দমকলে খবর দেয় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে বাঁকুড়া থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়।

পাশাপাশি এসে পৌঁছয় পুলিশ। এরপর অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, গ্যাস লিক হওয়ার কারণে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। তারপর দ্রুত আগুন ছড়িয়ে যায় পুরো ট্রাকটিতে। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় ট্রাকটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। চালক ও খালাসি কোনোক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান নিজেদের। গ্যাস ভরা ওই ট্রাক থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, রাস্তার পাশে থাকা আটটি বাইক ও একটি মুরগির মাংসের দোকান পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ। তারপর পুলিশ তা স্বাভাবিক করে।

ঝাড়গ্রামে তৈরি হচ্ছে টাইগার সাফারি, বেঙ্গল সাফারি থেকে যাচ্ছে ৫টি রয়্যাল বেঙ্গল

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারির সাফল্যকে এবার দক্ষিণবঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে এক বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ির আদলে ঝাড়গ্রামে প্রায় এক হাজার একর বনভূমি জুড়ে গড়ে উঠছে এক অত্যাধুনিক মুক্ত চিড়িয়াখানা ও টাইগার সাফারি। জঙ্গলমহলের পর্যটন শিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকারের এই মেগা প্রকল্প অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেবে।রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি থেকে পাঁচটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঝাড়গ্রামে স্থানান্তর করা হবে। সেন্ট্রাল জু অথরিটির অনুমতির আবেদন সাপেক্ষে ইতিমধ্যেই স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। কেবল বাঘ নয়, পরবর্তী ধাপে নতুন এই সাফারির জীববৈচিত্র্য বাড়াতে বেঙ্গল সাফারি থেকে চিতাবাঘ, হগ ডিয়ার এবং স্পটেড ডিয়ারও পাঠানো হবে।বর্তমানে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে ১৪টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে এবং এটি প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে বেশ সফল। অন্যদিকে, ১৯৮০ সালে একটি হরিণ উদ্যান হিসেবে যাত্রা শুরু করে ২০১৪ সালে পূর্ণাঙ্গ চিড়িয়াখানার মর্যাদা পেয়েছিল ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুওলজিক্যাল পার্ক। এবার সেই পার্ককেই কেন্দ্র করে মেগা টাইগার সাফারি তৈরি হচ্ছে। নতুন এই কেন্দ্রটি চালু হলে একদিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আরও সুদৃঢ় হবে, অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকরা ঘরের কাছেই খোলা পরিবেশে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বন্যজন্তুদের দেখার দারুণ সুযোগ পাবেন।

দুবাই ছেড়ে সুন্দরবন

১৫০ শিশুর 'স্যান্ড্রা দিদি'!

নয়া জামানা বলাসবহুল কর্পোরেট জীবন,মোটা বেতন, বিদেশ সফর সবকিছু ছেড়ে একদিন তিনি চলে এসেছিলেন ভারতের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। আজ সেই সিদ্ধান্তই বদলে দিয়েছে সুন্দরবনের সাগর দ্বীপের শতাধিক শিশুর ভবিষ্যৎ। সুইজারল্যান্ডের নাগরিক স্যান্ড্রা লাভি গইকোভিচ এখন এই গ্রামের মানুষের কাছে শুধুই একজন বিদেশি নন তিনি সবার প্রিয় 'স্যান্ড্রা দিদি'।প্রায় ১৫ বছর আগে দুবাইয়ে বহুজাতিক সংস্থার চাকরি ছেড়ে ভারতে আসেন স্যান্ড্রা। তাঁর মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিলতআমার কাছে যখন সব আছে তখন এত মানুষের কাছে ন্যূনতম সুযোগও কেন নেই?দ সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়।মাত্র কয়েকটি পোশাক আর একমুখী বিমানের টিকিট নিয়ে তিনি পৌঁছন ভারতে। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রা, নৌকা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ান সাগর দ্বীপের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। কোনও বড় পরিকল্পনা চাপিয়ে না দিয়ে তিনি প্রথমে মানুষের কথা শোনেন তাঁদের সমস্যাকে নিজের চোখে দেখেন। তারপর শুরু করেন স্বপ্ন গড়ার কাজ।শুরুটা ছিল কঠিন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের বোঝাতে হয়েছে কেন সন্তানদের স্কুলে পাঠানো জরুরি। ধীরে ধীরে ভরসা তৈরি হয়। আজ তাঁর উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে প্রায় ১৫০ জন শিশু। পাশাপাশি সরকারি স্কুলের আরও ১২০ জন পড়ুয়াকে নিয়মিত পড়াশোনার সহায়তা ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়।শুধু শিক্ষা নয়, গ্রামের ২০ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার পথও দেখিয়েছেন স্যান্ড্রা।একই সঙ্গে শিশুবিবাহ, মানব পাচার, গার্হস্থ্য হিংসা এবং শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচিও চালানো হচ্ছে।

স্যান্ড্রার বিশ্বাস,প্রকৃত সাফল্য বিলাসিতায় নয় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর মধ্যে। তাই কর্পোরেট দুনিয়ার আরাম ছেড়ে তিনি বেছে নিয়েছেন সেবার পথ। আজ তাঁর হাত ধরে সুন্দরবনের বহু শিশুর চোখে জ্বলছে নতুন স্বপ্নের আলো।বিদেশের চাকরি ছেড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে এসে একজন মানুষ যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, শিক্ষা আর মানবতার বীজ বুনতে পারেন স্যান্ড্রা লাভি গইকোভিচ তারই এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, একজন মানুষের সদিচ্ছাই বদলে দিতে পারে শত শত জীবনের ভবিষ্যৎ।

সান্ধ্য নয়া জামানা

দিনের বাছাই
বাছাই খবরের
একমাত্র ঠিকানা

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 22-07-2026 18:46 Page 4

হাওড়ার এই বাড়িতেই রামকৃষ্ণদেবকে উৎসর্গ করে স্বামীজি সর্বধর্মের মন্ত্রোচ্চারণ করেন

সেই সময় ছিলো মাঘ মাসের প্রায় শেষ। ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এখন ফেব্রুয়ারি, যদিও শীতের দাপট কমতে শুরু করলেও কাটেনি এখনও। গদাধর ঠাকুর চলে গেছেন তা প্রায় এগারো বছরের উপর হয়ে গেল। ঠাকুরের প্রিয় নরেন এর মধ্যে বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ হয়ে বিবেকানন্দে স্থিত হয়েছেন এবং আমেরিকা জয় করে ফিরেছেন। এমনই একটি সময়ে, সালটা ১৮৯৮, তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সকালবেলা গঙ্গার পশ্চিমপাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিল তিনটি নৌকা।

নৌকাগুলি আসছে আলমবাজার মঠ থেকে, শীতের রোদ আর গঙ্গার বাতাস গায়ে মেখে। পৌঁছাবে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। নৌকাগুলিতে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ-সহ আরও ১৫ জন সন্ন্যাসী, গন্তব্য হাওড়া শিবপুর সংলগ্ন রামকৃষ্ণপুরস্থিত নবগোপাল ঘোষের ভদ্রাসন।নবগোপাল ঘোষ ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের তথা শিষ্যদের অন্যতম। তিনি ঠাকুরের আশীর্বাদধন্য এবং ১৮৮৬-তে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঘটা ঐতিহাসিক 'কল্পতরু' দিবসের সাক্ষী। নবগোপালের আদি নিবাস কলকাতার বাদুরবাগানে। তিনি কোনো একসময় খবর পান হাওড়ায় গঙ্গার কাছে এক পুরোনো পল্লি আছে, নাম 'রামকৃষ্ণপুর'। নবগোপাল ভাবলেন, ওই অঞ্চলে বাড়ি তৈরি করলে, আর কিছু না হোক, দুবেলা নিজের ঠিকানা বলতেও 'রামকৃষ্ণপুর' বলতে হবে, সেই সূত্রে অবধারিতভাবে গুরুনাম উচ্চারিত হবে।

এই চিন্তা থেকেই তাঁরা সপরিবারে চলে এলেন রামকৃষ্ণপুরে। বাড়ি তৈরির পর তাঁদের পরিবার মনস্থির করলেন বাড়িতে শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এই কাজের জন্য যোগ্যতম মানুষ অবশ্যই স্বামীজি। সেই কাজ সম্পন্ন করতেই হাওড়ায় স্বামীজির আগমন।আজকের দিনে, এই অস্থির সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বামীজিরচিত এই মন্ত্রের বক্তব্য, সর্বধর্মস্বরূপিণে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহিমাকে আরও ব্যাপৃত করেছে এবং তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে।রামকৃষ্ণপুর ঘাটে নৌকা আসার পর স্বামীজি-সহ অন্যান্য মহারাজরা খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন করতে করতে নবগোপালের বাড়ির উদ্দেশ্যে চললেন। পথের দুধারে তখন স্বামীজিকে দেখার জন্য জনসমুদ্র উপচে পড়েছে। আজ স্বামীজির পরনে গেরুয়া বস্ত্র, শিরে ক্ষেত্রীর মহারাজের দেওয়া পাগড়ি। তিনি মাথায় করে নিয়ে আসছেন বার্লিনে তৈরি শ্রী রামকৃষ্ণের পোর্সিলিন নির্মিত বিশেষ পট। এই পট স্বামীজি নিজেই আমেরিকা থেকে ফেরার পথে নির্মাণ করে এনেছেন। নবগোপালের বসতবাটিতে পৌঁছে নিজের হাতে ঠাকুরের সেই পট প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামীজি। এ এক দিব্য মুহূর্ত, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বপ্রথম কোথাও ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন।

পট প্রতিষ্ঠার পর পুজোয় বসে দেখা দিল এক বিপত্তি, স্বামীজির পাশে থাকা স্বামী প্রকাশানন্দ বললেন, ঠাকুরের পট তো প্রতিষ্ঠা হল, কিন্তু ঠাকুরের পুজো হবে কোন মন্ত্রে? ঠাকুরের পুজো করার মন্ত্র কোথায়?প্রকাশানন্দের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন বিবেকানন্দ, হয়তো তিনি ধ্যানস্থ হলেন। কিছু সময় পর স্বামীজি উচ্চারণ করলেন ;

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

এবার ১৮৯৮ থেকে ফিরে আসা যাক ২০২২-এ। সেদিন নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে ঠাকুরের পট প্রতিস্থা করার পর স্বামীজি যে প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা আজ ১৪০ বছর ধরে প্রত্যেক রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের কর্মী তথা ভক্তসমাজের কাছে বীজমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আজকের দিনে, এই অস্থির সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বামীজিরচিত এই মন্ত্রের বক্তব্য, 'সর্বধর্মস্বরূপিণে',

রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহিমাকে আরও ব্যাপৃত করেছে এবং তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে।হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরের ঘোষ বাড়িতে ১৯৯৮-এর ৬ ফেব্রুয়ারির ঘটনা হয়তো কিছুটা সত্যি, কিছুটা মিথ। যদিও, ওই বাড়িটির সামনে শ্বেত পাথরের ফলকে সেদিনকার সমস্ত ঘটনা খদিত আছে।

১৮৯৮-এর ৬ ফেব্রুয়ারি আরও দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ছিল রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের বাড়ি। সেদিন পুজোয় প্রথম সারদাদেবীর নামে সংকল্প হয়, যা পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন পুজোয় দেখা যায়। এটিও একটি বিরলতম ঘটনা।

সেই বিশেষ দিন স্বামীজি নবগোপালের বাড়িতে রামপাখির মাংস খাওয়ার আবদার করেন।

স্বামীজিকে নবগোপালের স্ত্রী নিস্তারিণীদেবী রামপাখির মাংস রান্না করে খাওয়ান। রান্না খেয়ে স্বামীজি এতই প্রীত হন যে নিস্তারিণীদেবীকে কিছু উপহার দিতে চান, কিন্তু তিনি তো সন্ন্যাসী মানুষ, কীই বা উপহার দিতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে স্বামীজি নিজের মাথার পাগড়ি খুলে নিস্তারিণীদেবীকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই পাগড়ি আজও সেই বাড়িতে যথাযথভাবে সংরক্ষীত আছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।